তারিখ 13.DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৭

ভোরের কাগজ

বুয়েটে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন চরমে

বুয়েট প্রতিনিধি : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল তীব্র হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বুয়েট ছাত্রলীগের কমিটি ভেঙে সভাপতি গ্রুপকে বাদ দিয়ে একটি আহ্বায়ক কমিটি করায় কোন্দল এখন চরমে উঠেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এক গ্রুপ অপর গ্রুপের নামে মারধর, চাঁদাবাজি ও সংগঠনবিরোধী কাজ করার অভিযোগ এনেছে।

গত ২৪ মার্চ বুয়েট ছাত্রলীগের কাউন্সিলের পর সেখানে সাবেক সভাপতি শহীদুল্লাহ খান ও সাধারণ সম্পাদক দীপক কর দীপন দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে দীপক কর বুয়েটের অধিকাংশ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর সমর্থনে শক্তিশালী অবস্থানে আসে। গত ২০ সেপ্টেম্বর এক কর্মী সভায় তারা সভাপতি শহীদুল্লাহ খানের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজির অভিযোগ এনে তাকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। তারা সভাপতির নামে অভিযোগসমূহ কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পেশ করে। সভাপতি গ্রুপও প্রতিপক্ষ গ্রুপের নামে গঠনতন্ত্রবিরোধী আচরণের অভিযোগ আনে। গত ৫ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির হস্তক্ষেপে শহীদুল্লাহ-দীপন কমিটি ভেঙে দিয়ে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে শহীদুল্লাহ গ্রুপের নেতাকর্মীরা বাদ পড়েছে বলে তারা অভিযোগ করেছে। জানা গেছে, এ আহ্বায়ক কমিটি গঠনই বর্তমান কোন্দলের প্রধান কারণ।

এ কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করেই মূলত গত ৭ ডিসেম্বর গভীর রাতে বুয়েটে ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রকাশ্য কোন্দলে লিপ্ত হয়। এ ঘটনা সম্বন্ধে বর্তমান যুগ্ম আহ্বায়ক দীপন জানিয়েছেন, সাবেক সভাপতি শহীদুল্লাহ খান লালবাগের কিছু বহিরাগত যুবক ও বুয়েটে তার অনুসারী কিছু কর্মী নিয়ে তাকে প্রকাশ্যে গাল দেয় ও মারধরের চেষ্টা করে। এতে ছাত্রলীগ কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্যই মূলত শহীদুল্লাহ খান এখন মিথ্যাচার করছে।

অপরদিকে শহীদুল্লাহ খান জানিয়েছে, ঐ রাতে তার অনুসারী চার জনকে বর্তমান কমিটির সমর্থকরা মারধর করেছে ও কয়েকটি কক্ষ ভাঙচুর করেছে। শহীদুল্লাহ খান নিজে বাদী হয়ে ৮ ডিসেম্বর লালবাগ থানায় দীপনসহ ১৩ জনকে আসামি করে মামলা করে। তারা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে মামলার আসামিদের নামে লিফলেটও বিলি করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুগ্রুপের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে।